



নববাত্রা প্রকল্প কোভিড-১৯ এর প্রভাব মূল্যায়ন

জুন ২০২০

পর্যালোচনা



নববাত্রা কর্মক্ষেত্র, দক্ষিণ পশ্চিম বাংলাদেশ

কোভিড-১৯ এর প্রভাব ও ক্ষতি পর্যালোচনা নববাত্রা প্রকল্পের উপকারভোগীদের প্রতিনিধিত্বকারী নমুনা থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে।

‘নববাত্রা’ আমেরিকান সরকারের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউএসএআইডি) এর একটি ফুড ফর পিস খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়ন কার্যক্রম, যেটি বাস্তবায়ন করছে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ।

মহামারীর সময়ে কমিউনিটিতে পরিবারগুলোর অঞ্চলিকার সমূহ:

৮১.৬%

খাদ্য গ্রহণ



৭১.৮%

জীবিকা
পুনরুদ্ধার



৬২.২%

ঘাসসেবাসমূহ



কোভিড-১৯ এর প্রভাব ও ক্ষতি পর্যালোচনা সংগঠিত হয়েছে:



৭২০ পরিবার
(যার মধ্যে ১০১
পরিবার নারীপ্রধান)

৩,৭২০
সদস্য

১,৯২৩ নারী
১,৭৯৭ পুরুষ



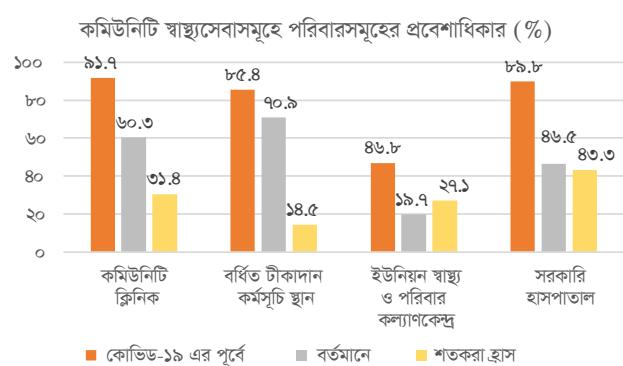
সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

কোভিড- ১৯ শুরু হওয়ার পর থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা
আশংকাজনক ভাবে হ্রাস পেয়েছে



নারী ও পুরুষপ্রধান- উভয় ধরনের পরিবার থেকেই প্রায়
৯২% উন্নদাতা বলেছেন যে, কোভিড-১৯ মহামারীর
ফলস্বরূপ তারা মানসিক অবসাদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন।



* pre COVID-19 = prior to Government lockdown in March 2020



জীবিকায়ন



৯৪.১%

পরিবারে তথ্যমতে কোভিড-১৯ এর ফলে নেতৃত্বাচক প্রভাব পড়েছিল



৮০.৫%

পরিবারেই কোনও নিজস্ব সঞ্চয় নেই

১২.৫%

পরিবার বিগত মাসে ক্ষুদ্র খন প্রদানকারী সংস্থাসমূহ ও ছানাইয়া খনদাতাদের থেকে খন নিয়েছে এবং এতে মাসিক সুদের হারের পরিমাণ গড়ে **১০.৯%**

সঞ্চয়



উপর্যুক্ত হাস পাওয়ার নেতৃত্বাচক প্রভাব পড়েছে শিশুদের আচ্ছা, নিরাপত্তা ও সুস্থিতার ওপরেও।

৩৬.২% পরিবারে অসুস্থ হওয়ার পরও আর্থিক অসুবিধার জন্য চিকিৎসা করতে না পারা

১৩.৭% উত্তরদাতা বলেছেন তারা তাদের সন্তানদের কাজে পাঠাচ্ছিলেন

৩.৯% তাদের সন্তানদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন (১৮ বছরের আগে)

হাসকৃত আয়ের সাথে খাপ খাওয়ানোর ৩টি প্রক্রিয়া

- সঞ্চয়কৃত টাকার ব্যবহার
- জমি বা গাছ বিক্রয়
- উৎপাদনশীল সম্পদের বিক্রয়

খাদ্য নিরাপত্তা

৫৬.৪%

পরিবারকে খাদ্য/ খাদ্যসমূহী ধার করতে হয়েছে

৫১.৭%

পরিবার তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী ও কম পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যের ওপর নির্ভরশীল

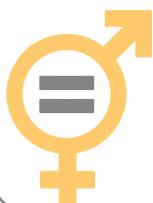
যেসকল গ্রে ২ বছরের কমবয়সী শিশু আছে- এরকম উত্তরদাতাদের পায় **৫০%** বলেছেন যে কোভিড-১৯ জীবিকায়ন ও অর্থ উপর্যুক্তের ও বাজারে যাওয়ার সুযোগ করে যাওয়ায় শিশুদেরকে বিভিন্ন পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ানো সম্ভব হয়ে উঠেছে না।



জেন্ডার

৮৬.৯%

নারীদের পরিকার পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত কাজ বৃদ্ধি পেয়েছে।



৮৪.৭% উত্তরদাতা জানিয়েছেন, স্বামীরা বা অন্যান্য সেবাদানকারী সদস্য শিশুদের যত্ন নেয়ার ক্ষেত্রে ও রান্নার কাজে সাহায্য করছে।

২৮% উত্তরদাতা জানিয়েছেন, কোভিড-১৯ এর সময় বাল্যবিবাহ ও নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে।



পানি, পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্যবিধি

নিরাপদ পানি সংগ্রহ ও ব্যবহারের হার **১৭%** কমে গিয়েছে (কোভিড-১৯ পূর্ববর্তী ৮০%, বর্তমানে ৬৭%)

৭৪.৩% পরিবার জানিয়েছেন কোভিড-১৯ এর প্রকোপ শুরু হওয়ার পর থেকে সীমিত যানবাহন ও পানি সংগ্রহের দীর্ঘ লাইনের জন্য পানি সংগ্রহ করতে স্বাভাবিকের থেকে বেশি সময় লাগছে।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সহায়তা প্রদান



বহুমুখী নগদ প্রদানের মাধ্যমে উন্নত পুষ্টি



গ্রাম সঞ্চয় এবং খন প্রদানকারী সমিতিগুলোর মাধ্যমে অর্থের যোগান



দরিদ্র পরিবারগুলোর উৎপাদনশীল ক্ষমতা জোরাদার করা



আয়বৃদ্ধিমূলক সুযোগসমূহকে তরাখিত করা এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত ব্যবসার মডেলসমূহকে ক্ষেল-আপ করা



পুষ্টি, স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি এবং লিংগভিত্তিক বৈষম্য নিরসনে সামাজিক আচরণগত পরিবর্তনকে আরও বেশি গুরুত্ব প্রদান ও প্রসারিত করা

